দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

‘চাকরী ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের মাঝে বৈষম্য’

হোসনে আরা মাহমুদ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। নেপোলিয়ান বলেছেন, আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। সারা বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার মান যখন অতি উচ্চে তখন বাংলাদেশে শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২৭ জন। তারপরও সন্ত্রাসের ভয়াল ছায়া বিস্তার করেছে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। হাতেগুনে বের করা যাবে কিনা সন্দেহ এমন একটি কলেজ কি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে সন্ত্রাস তার কাল হাত বিস্তার করেনি, বন্ধ হয়ে যায়নি সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাসের পর মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। এমনিতেই সেশন জটের কারণে একজন ছাত্র-ছাত্রীর ভার্সিটি থেকে পাস করে বেরোতে বয়স প্রায় শেষ তারপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত লেগে আছে সন্ত্রাস এবং দীর্ঘ মেয়াদী বন্ধ। এত সব বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাস করে বেরিয়ে পাচ্ছে না যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ভয়াবহ। এরও একটা প্রধান কারণ আছে সেটা হচ্ছে ভয়াল রকমের জনসংখ্যা বৃদিধ্চ। এই বাড়তি জনসংখ্যার কারেণ প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশ চালাতে। এটা আমরা সবাই জানি। তারপরও কথা থেকে যায়।

সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক নীতি নির্ধারণের অভাব। নানা মুনীর নানা মতের মত যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসছে তখন সে সরকার নতুন নতুন নীতি নির্ধারণ করছেন আর তার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি আমরা ছাপোষা চাকুরীজীবীরা।

আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেহেতু সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মাঝের বৈষম্য সেহেতু আমি প্রসঙ্গান্তরে যাব না। বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ হচ্ছে শিক্ষা বিভাগ। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতির অভাবে বার বার মার খাচ্ছে শিক্ষা বিভাগ আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোমলমতি ছেলেমেয়েরা এবং শিক্ষকরা।

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালু করেছেন নতুন পদ্ধতি। আমরা সাধুবাদ জানাই সরকারকে কেননা, আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। কেননা, এই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মেধা যাচাই হয় না। সে ক্ষেত্রে নতুন এই পরীক্ষা পদ্ধতি দেশের আপামর জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে তা ভেস্তে যেতে বসেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নমুনা প্রশ্নমালা ছাপিয়ে দেশের প্রতিটি স্কুলে বিতরণের পর তা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে যেমন টাকার অপচয় তেমনি শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকের চরম হয়রানির শিকার। বিষয় ভিত্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে পাস করার সিদ্ধান্ত প্রথমে গৃহীত হলো পরে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর মুখে সরকার মেনে নিয়ে ঘোষণা করলেন বিষয় ভিত্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক দুটো মিলিয়ে পাস। এ ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালায় একজন ছাত্র ৩৩ পেল এবং বিষয় ভিত্তিকে সে ৫০-এর মধ্যে ৫ পেল তবে সে পাস করে গেল। এ কেমন শিক্ষানীতি আর কেমন মেধা যাচাই? এতে শিক্ষিতের হার হয়ত বাড়বে কিন্তু শিক্ষার মান কোথায় নেমে যাবে তা কি সদাশয় সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেবে দেখেছেন?

২য় প্রসঙ্গে আসি, পৌর এলাকার বাইরের স্কুলগুলোতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ, নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকারের এ নীতি সাধুবাদ পাবার যোগ্য। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার কথা কি শিক্ষা মন্ত্রণালয় একবারও ভেবেছেন? বেসরকারী স্কুলগুলো চলে সরকারী সামান্য অনুদান ও ছাত্র-ছাত্রীদের দেয় বেতনের উপর, সরকারী অনুদান স্কুলগুলো ঠিকমত পায় না হয়ত দু'মাস বাকী পড়ল, শিক্ষা খাতে ঠিক মত অর্থের যোগান নেই দেখে সেখানে এইসব বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের করুণ অবস্থা কি ভেবে দেখেছেন কেউ। তিন চার মাস বেতন বাকী, শিক্ষকদের কি করে এই দুর্মূল্যের বাজারে তারা চলেন। ছাত্রীদের বেতন মওকুফের আগে নিশ্চয়ই অভিভাবকরা যেমন করে হোক বেতন পরিশোধ করতেন, আর তা দিয়ে স্কুলগুলোও চলত সুষ্ঠুভাবে। যেখানে সরকার অনুদানের টাকা ঠিকমত দিতে পারছেন না, সেখানে এই ভর্তুকি কি করে পূরণ করবেন সরকার?

এবার আসি বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ প্রসঙ্গে। একই মাপের শিক্ষায়তন, একই সিলেবাস, একই পড়াশুনা অথচ সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের সঙ্গে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের আকাশ-পাতাল তফাৎ, আগে এদেশে বিএবিএড শিক্ষক ও এমএ পাস শিক্ষকদের বেতন ছিল একই মাপের এবং এ পাস শিক্ষকদের ও সিনিয়র শিক্ষকের মর্যাদা দেয়া হত। তাদের আর আলাদা বিএড ডিগ্রীর দরকার হতো না। জানি না, গত সরকার কেন শিক্ষকদের প্রতি বিরূপ হয়ে এই নীতি বাতিল করে ঘোষণা করলেন প্রত্যেকেই বিএড ডিগ্রী নিতে হবে—নইলে সিনিয়র শিক্ষকের মর্যাদা তারা পাবেন না, আর পাবেন না সিনিয়র স্কেলে বেতন। সদাশয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, যারা সেশন জটের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে দীর্ঘ ৬/৭ বছর পড়াশুনা করে অনার্সসহ এমএ কিংবা প্লেন এমএ ডিগ্রী নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হলো তখন দেখা গেল মেঘে মেঘে অনেক বেলা পেরিয়ে গেছে, সরকারী চাকরিতে ঢুকার বয়স আর তাদের নেই। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে কলেজ স্বল্পতার জন্য যোগ্য জায়গায় চাকরি না পেয়ে হয়ত ঢুকল তারা বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু সেখানে তারা কি পাচ্ছে? না পাচ্ছে একজন সিনিয়র শিক্ষকের মর্যাদা, না পাচ্ছে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে সিনিয়র স্কেলে বেতন। অথচ বেসরকারী স্কুলে এসএসসি, এইচএসসি ডিগ্রীতে ৩য় বিভাগে পাস শুধু বিএডএ ২য় বিভাগ নিয়ে পাস করা শিক্ষকরা পাচ্ছেন সিনিয়র স্কেলে বেতন, আর ভাল মানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ এমএ পাস করে কলেজে চাকরি করার যোগ্যতা নিয়ে স্কুলে এসে তারা পাচ্ছেন না সিনিয়র স্কেলে বেতন, এমনকি একজন সিনিয়র শিক্ষকের মর্যাদা।

চলবে